গবেষণা সিরিজ-২৩

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?



প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অব সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রকাশক

কুরআন গবেষণা ফাউন্ডেশন
৩৬৫ নিউডিওএইচএস
রোড নং ২৮
মহাখালী
ঢাকা, বাংলাদেশ
web site: revivedislam.com

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৭
১ম সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ

আম্মার কম্পিউটারস্
৩৭/এ দক্ষিণ শাহজাহানপুর
ঢাকা ১২১৭
যোগাযোগঃ ০১৯১৫৭২৮০৪২

মুদ্রণ ও বাঁধাই

আল মাদানী প্রিন্টার্স এন্ড কার্টুন
চ-৫৬/১, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২
মোবাইল ঃ ০১৯১১৩৪৪২৬৫

মূল্য ২২.০০ টাকা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১. ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	৩
২. পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	৭
৩. মূল বিষয়	১৬
৪. আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে যে বিষয়গুলো আগে জানতে ও বুঝতে হবে	১৬
৫. ঈমানে সংজ্ঞা	১৭
৬. ঈমান না থাকলে আমল কবুল না হওয়ার কারণ	১৭
৭. ঈমান, আমল ও গুনাহের মধ্যে সম্পর্ক	১৭
৮. মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য	১৯
৯. কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে দেয় পুরস্কার বা শাস্তি ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ আল্লাহ পূরণ করেছেন কিনা	১৯
১০.যে জানে না বা যাকে জানানো হয় নাই তাকে গুনাহের জন্যে শাস্তি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বিধান	২০
১১.জন্মগতভাবে পাওয়া সুবিধা-অসুবিধা হিসেবে এনেই আল্লাহ বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন	২১
১২.আমলে সালেহ ছাড়ার (করণীয় কাজ না করা এবং নিষিদ্ধ কাজ করার) পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা	২৩
১৩.গুনাহের উপস্থিতিতে মু'মিনের বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার নীতিমালা	২৪
১৪.অমুসলিম সমাজে বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ব্যক্তি আছে কিনা	২৫
১৫.অমুসলিম সমাজে বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা বেহেশতি ব্যক্তি আছে কিনা	২৭
১৬.আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৩২
১৭.কোন বয়সে ঈমান এনে আমলে সালেহ করা আরম্ভ করলে অমুসলিমরা বেহেশতে যেতে পারবে	৩৩
১৮.ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি এমন অমুসলিমের পরকালে যেভাবে বিচার হবে	৩৪
১৯.অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকা তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কি না	৩৫
২০.আল-কুরআনের এ তথ্য জানার পর প্রচার না করার পরকালীন পরিণতি	৩৭
২১.শেষ কথা	৩৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ডাক্তার হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ। আমি একজন ডাক্তার (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ডাক্তারি বিষয় বাদ দিয়ে একজন ডাক্তার কেন এ বিষয়ে কলম ধরল? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার।

ছোটবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশে-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি, ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। বিলাত থেকে ফিরে এসে আমার মনে হল, জীবিকা অর্জনের জন্যে বড় বড় বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রী করেছি, এখন যদি পবিত্র কুরআন তাফসীরসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরেজি ভাষায় বড় বড় বই পড়ে বড় ডাক্তার হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন শরীফ) পাঠিয়েছিলাম, সেটি কি তরজমাসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব?'

এ উপলব্ধিটি আসার পর আমি কুরআন শরীফ তাফসীরসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষা জীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বুঝার অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন শরীফ পড়তে যেয়ে দেখি, ইরাকে যে সব সাধারণ আরবী বলতাম, তার অনেক শব্দই ওখানে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন শরীফ পড়তে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে ১, ২, ৫, ১০ আয়াত বা যতটুকু পারা যায়, বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন শরীফ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি লাইনও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্যে

কয়েকখানা তাফসীর দেখেছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ শেষ করতে আমার প্রায় তিন বছর সময় লাগে।

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু পায়, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বললেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।'
(২,বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় অর্থাৎ সামান্য ক্ষতি এড়াতে তথা ছোট ওজরের কারণে এমনটি করে, তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ

অর্থঃ এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যাঃ কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারী সাধারণ মানুষের অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে-

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বুঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময়

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ০৪.১২.২০০৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি– আল-কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক

অবস্থা বিবেচনা করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. সুন্নাহ

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক

বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে ঐ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا- فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا-

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকেই বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে। আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে-

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْاِثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اِسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلَاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الْاِثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ اِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকি। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।

(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যাঃ হাদীসখানিতে রাসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক -বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

অর্থঃ যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থঃ জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা বুঝতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যাঃ আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম ও তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীসের কথা বুঝার চেষ্টা করলে তারা সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে

মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদিগকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'।

(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌছে দেয়'।

(তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয়,

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না।

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুং তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা 'বুরাক' নামক বাহনে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক বাহনে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও বা আরো উন্নতমানের রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কের (Computer disk) ন্যায় কোনকিছুতে সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal)-এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা থাকা বক্তব্যের একের অধিক ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্য বক্তব্যেও সাথে বিবেক-বুদ্ধি মিলিয়ে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের মূল উৎস নয় বরং তা হল আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধিও উপস্থিত আছে।

ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.)ও সুন্নাহর মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

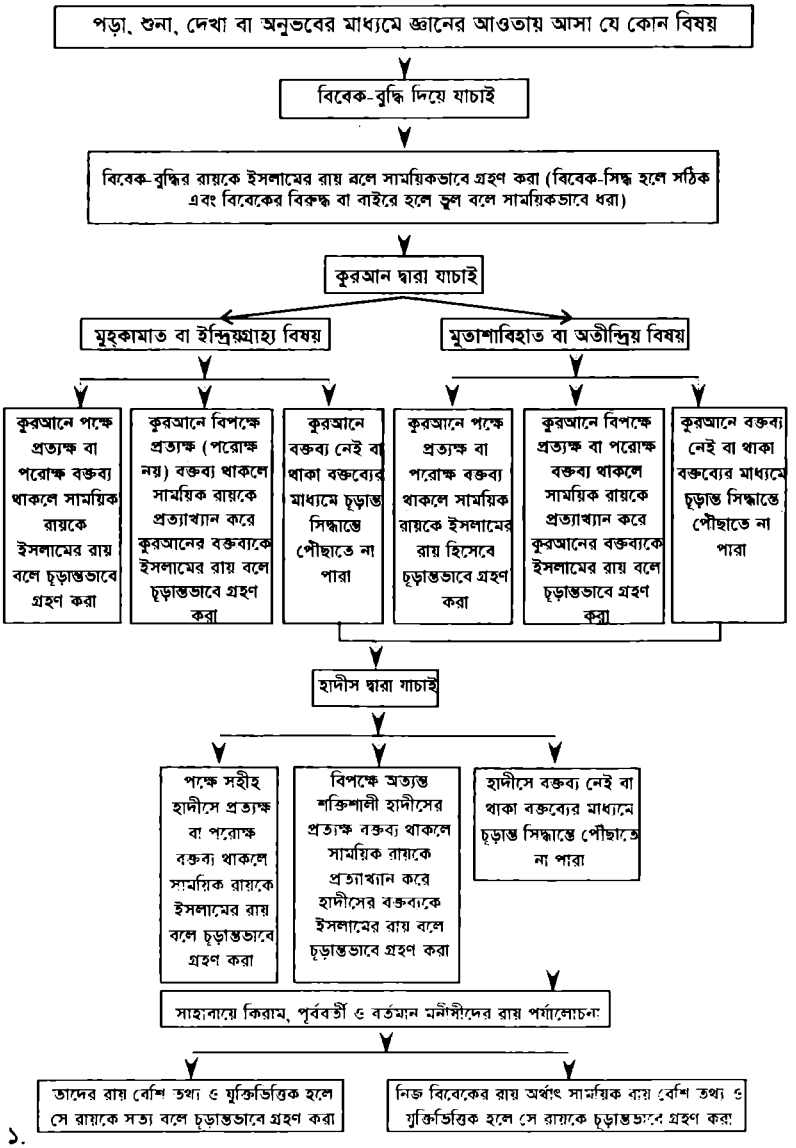

১.

মূল বিষয়

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে বসবাস করছে এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় ব্যাহ্যত ঈমান আনার ঘোষণা দেয় নাই কিন্তু তারা নীতি নৈতিকতার দিক থেকে সৎ এবং নিঃস্বার্থভাবে মানব কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেন। আবার পৃথিবীর কোথাও মানবতার উপর অন্যায় হতে দেখলে তারা জোরালো প্রতিবাদও করেন। ঐ সকল কাজ করার সময় তারা মুসলিম বা অমুসলিমদের মধ্যে ভেদাভেদ করেন না। এর সর্বশেষ প্রমাণ ইরাক যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধের প্রতিবাদ অমুসলিম সমাজে বসবাস করা অসংখ্য ব্যক্তি মুসলিমদের আগেই করেছিল যা পৃথিবীর সবাই দেখেছে।

অমুসলিম সমাজে বসবাস করা ঐ সকল ব্যক্তি পরকালে বেহেশত পাবে কিনা এ প্রশ্ন অনেকের মনে আছে এবং অনেকে প্রকাশ্যেই প্রশ্নটি করেন। সাধারণভাবে এ প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায় তা যৌক্তিক নয় বিধায় অনেকেই তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

তাই কুরআন, হাদীস বিবেক-বুদ্ধির সরাসরি তথ্যের মাধ্যমে এ বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা মানব সভ্যতার সামনে তুলে ধরাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। আশা করি বইটি পড়ে সবাই মনের মধ্যে থাকা গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি পেয়ে যাবেন। আর কেউ জানতে চাইলে, এ পুস্তিকাটি যার পড়া আছে, সে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর মনের প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা সহকারে দিতে পারবেন।

আলোচ্য বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে যে বিষয়গুলো আগে জানতে ও বুঝতে হবে

নিম্নের বিষয়গুলো জানা ও বোঝা থাকলে আলোচ্য বিষয়টিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ হবে–

ক. ঈমানের সংজ্ঞা,
খ. ঈমান না থাকলে আমল কবুল না হওয়ার কারণ,
গ. ঈমান, আমল ও গুনাহের মধ্যে সম্পর্ক,
ঘ. মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য,
ঙ. কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে দেয়া পুরস্কার ও শাস্তি ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ আল্লাহ পূরণ করেছেন কিনা,
চ. যে জানে না বা জানতে পারে নাই তাকে অপরাধের (গুনাহ) জন্যে শাস্তি দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান।

ক. ঈমানের সংজ্ঞা

ইসলামে ঈমান আনা বলতে বুঝায় কালেমা তৈয়্যেবা তথা–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

এ বাক্যটি অন্তরে বিশ্বাস করা।

কালেমাটির সরল অর্থ হল–আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। আর এর সমন্বিত (Comprehensive) ব্যাখ্যা হল- মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুখী সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালীন জীবনের মুক্তির জন্যে সকল নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান দেয়ার এবং সকল প্রয়োজন পূরণের একমাত্র স্বাধীন সত্তা মহান আল্লাহ্। তিনি ঐ সকল তথ্য ও বিধি-বিধান তাঁর নির্বাচিত ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। মুহাম্মাদ (সা.) ঐ বিষয়গুলো যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন সেটি হল তা বাস্তবায়নের একমাত্র নির্ভুল পদ্ধতি।

ঈমান আনার ব্যাপারে কালেমা তৈয়্যেবা মুখে উচ্চারণের বিষয়টি আল্লাহর জানার জন্যে নয়। এটি অন্য মানুষের বোঝার জন্যে যে, ব্যক্তিটি ঈমান এনেছে। অর্থাৎ কালেমাটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা বুঝে নিয়ে কেউ মনে-প্রাণে সেটি বিশ্বাস করলেই সে আল্লাহর নিকট ঈমান এনেছে তথা মু'মিন বা ঈমানদার বলে গণ্য হবে।

খ. ঈমান না থাকলে আমল কবুল না হওয়ার কারণ

ঈমান না থাকলে আমল কবুল না হওয়ার কারণ হল– যাদের ঈমান নাই তারা জীবন পরিচালনার তথ্য ও বিধি-বিধান নিবেন এমন উৎস থেকে যাতে মৌলিক ভুল থাকবে। ফলে তাদের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল না হয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কারণ কোন বিষয়ে মৌলিক একটি ভুল থাকলে বিষয়টি আংশিক নয় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। আর যারা ঈমান এনেছে তারা জীবন পরিচালনার তথ্য নিবে নির্ভুল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। তাই তাদের জীবন সর্বদিক থেকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে। এজন্যেই ইসলামী জীবন বিধানে ঈমান না থাকলে আমল কবুল হয় না।

গ. ঈমান, আমল ও গুনাহের মধ্যে সম্পর্ক

ইসলাম একটি বাস্তব ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন ব্যবস্থাটির উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করা। আর এটি করার জন্যে মহান আল্লাহ্ নির্ভুল তথ্য ও বিধি-বিধান কুরআন সুন্নাহের মাধ্যমে

মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ্ এটি জানেন যে বাস্তব অবস্থার কারণে অর্থাৎ ব্যক্তিগত অকল্যাণ হবে এমন কারণে একজন ঈমানদারের সকল সময় ইসলামের সকল বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তিনি একটি আমল ছাড়লে কখন গুনাহ হবে না এবং কখন কী ধরনের গুনাহ হবে তাও কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

❑ যে অবস্থায় একজন মু'মিন আমল ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না

ক. আমলটির সমান গুরুত্বের ওজর (Excuse) তথা বাধ্য-বাধকতা থাকা। অর্থাৎ বড় আমলের জন্যে জীবন বাঁচানোর বা বড় ওজর থাকা এবং ছোট আমলের জন্যে ছোট বা কিছু না কিছু ওজর থাকা।

খ. আমলটির গুরুত্বের সমান পরিমাণের অনুশোচনা থাকা।
অর্থাৎ বড় আমল ছড়ার সময় প্রচণ্ড অনুশোচনা এবং ছোট আমল ছাড়ার সময় অল্প বা কিছু না কিছু অনুশোচনা থাকা।

গ. আমলটির গুরুত্বের সমান পরিমাণের উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা। অর্থাৎ যে অবস্থার কারণে ব্যক্তি আমলটি পালন করতে পারছে না সে অবস্থা হতে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা। বড় আমলের জন্যে প্রচণ্ড উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা এবং ছোট আমলের জন্যে কিছু না কিছু উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকতে হবে।
বেশীরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাটি হবে নিজ দেশে ইসলামকে বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় বসানের চেষ্টা-সাধনায় অংশগ্রহণ করা। কেননা একজন ঈমানদার যে কারণে মনে না চাইলেও অনৈসলামিক কাজ করতে বা সহ্য করতে বাধ্য হয় তার মধ্যে সবচেয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অবস্থাটি হল নিজ দেশে ইসলামী শাসন না থাকা।

❑ আমল ছেড়ে দেয়ার কারণের ভিত্তিতে মু'মিনকে যে সকল ধরনের গুনাহগার হতে হবে

১. বড় আমল প্রায় সমান গুরুত্ব ও পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দিলে মু'মিনকে ছগীরা (ছোট)

গুনাহগার হতে হবে। (ছোট আমল কিছু না কিছু ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে গুনাহ হবে না)

২. বড় আমল মধ্যম গুরুত্বের বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দিলে মু'মিনের মধ্যম ধরনের (না কবিরা না ছগীরা) গুনাহ হবে।

৩. বড় আমল প্রায় না থাকার মতে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছেড়ে দিলে ঈমানদারদের কবীরা (বড়) গুনাহ হবে।

৪. বড় বা ছোট যেকোন আমল কোন রকম ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হবে। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি মুনাফিক তথা সর্বনিম্নস্তরের কাফির বলে গণ্য হবে। [বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হেয়েছে পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র) নামক বইটিতে]

ঘ. মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য

মহাবিশ্ব আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন মানুষকে কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে ইনসাফ সহকারে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়ার জন্যে। একথাটি মহান আল্লাহ আল-কুরআনের অসংখ্য স্থানে বিভিন্নভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা মূলকের ২নং আয়াতের মাধ্যমে বিষয়টি তিনি এভাবে জানিয়েছেন–

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً.

অর্থ: তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন পরীক্ষা করার জন্যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম।

(মুলক:২)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর জীবন-মৃত্যু (মহাবিশ্ব) সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে–মানুষকে কর্মের মাধ্যমে তথা সওয়াব ও গুনাহ করা বা না করার মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে (ইনসাফ সহকারে) পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া।

ঙ. কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে দেয় পুরস্কার বা শাস্তি ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ আল্লাহ্ পূরণ করেছেন কিনা

পরীক্ষা নিয়ে দেয় পুরস্কার বা শাস্তি ইনসাফ ভিত্তিক হওয়ার জন্যে যে সকল শর্ত পূরণ হতে হবে বলে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ ঠিক করেছে তা হল–

১. পাঠ্য-সূচী (Syllabus) তথা করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজগুলো কী কী তা আগেভাগে জানিয়ে দিতে হবে,
২. উত্তর লিখার প্রয়োজনীয় সকল জিনিস সরবরাহ করতে হবে বা তৈরী করে নেয়ার উপাদান হাজির থাকতে হবে,
৩. সঠিক বা ভুল উত্তর লেখার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

মহান আল্লাহ্ কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে দেয় পুরস্কার বা শাস্তি যাতে ১০০% ইনসাফ ভিত্তিক হয় সে জন্যে উপরে উল্লিখিত শর্তসমূহসহ আরো কিছু শর্ত যেভাবে পূরণ করেছেন তা হল–

১. মানুষকে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে পাঠ্যসূচী তথা করণীয় ও নিষিদ্ধ কাজ জানিয়ে দিয়েছেন,
২. উত্তর দেয়া তথা করণীয় বা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে প্রয়োজনীয় সকল জিনিস পৃথিবীতে হয় প্রস্তুত করে রেখেছেন অথবা প্রস্তুত করে নেয়ার সকল উপাদান পৃথিবীতে উপস্থিত রেখেছেন,
৩. মানুষকে সঠিক বা ভুল তথা করণীয় বা নিষিদ্ধ উভয় কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন,
৪. বিচারে যাতে ভুল না হয় সে জন্যে কৃত সকল কাজের বাস্তব অবস্থা এবং ঐ সময়কার ব্যক্তির মনের অবস্থা (Motive) ভিডিও বা আরো উন্নতমানের পদ্ধতির মাধ্যমে, নিরপেক্ষ সত্তাদের (ফেরেশতা) দ্বারা রেকর্ড করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন,
৫. বিচারক যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে পারেন সে জন্যে নিজেকে বংশ, গোত্র, লিংগ, রং, দেশ ইত্যাদির উর্দ্ধে রেখেছেন,
৬. বিনা চেষ্টায় তথা জন্মগতভাবে পাওয়া সুবিধা-অসুবিধা বিচারের সময় হিসেবে আনা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন। (বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোনটি, মানুষ রচিত আইন না কুরআনের আইন?' এবং 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী আকদীর পূর্বনির্ধারিত কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা' নামক বইটিতে।)

চ. যে জানে না বা যাকে জানানো হয় নাই তাকে গুনাহের জন্যে শাস্তি দেয়া না দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বিধান

বিবেক-বুদ্ধির একটি চিরসত্য কথা হল, যে জানে না বা যাকে জানানো হয় নাই, নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়া যুক্তিসংগত নয়। মহান আল্লাহও এ সত্যকথাটি নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً.

অর্থঃ আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতক্ষণ না কোন বার্তাবাহক (হক ও বাতিল জানানোর জন্যে) তার নিকট পাঠাই। (বনী-ইসরাইল:১৫)

ব্যাখ্যাঃ মহান আলাহ্ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন কোন উপায়ের (পুস্তক, খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি, ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট, বক্তব্য, আলোচনা, উপদেশ ইত্যাদি) মাধ্যমে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয়ের জ্ঞান যার নিকট পৌঁছায় নাই তাকে করণীয় কাজ না করা বা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্যে শাস্তি দেয়া তাঁর বিধান নয়।

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرِيْنَ.

অর্থঃ আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করি নাই যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

(শু'য়ারা:২০৮)

ব্যাখ্যাঃ এখানেও আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবীর কোন জনপদকে তিনি ধ্বংস করেননি যতক্ষণ না কোন উপদেশ দানকারী ন্যায়-অন্যায় কাজ সম্বন্ধে তাদের উপদেশ তথা জ্ঞান দিয়েছেন।

❑❑ আল-কুরআনের এ সকল আয়াত থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় যে, যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায় নাই অর্থাৎ যে কোনভাবে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারেনি, তাকে ইসলাম যথাযথভাবে পালন না করার জন্যে আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন না।

তথ্য-২

যে ব্যক্তি ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম যথাযথভাবে পালন না করতে পারার কারণে শাস্তি দেয়া আল্লাহর বিধান নয় তা পরোক্ষভাবে বোঝা যায় নিম্নের বিষয়সমূহ হতে–

ক. আল্লাহ্ প্রথম মানুষটিকে নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। কারণ নবী না হলে তিনি জানতে পারতেন না কোনগুলো ইসলামের করণীয় আর কোনগুলো নিষিদ্ধ কাজ।

খ. ইসলামের নির্ভুল তথ্যসম্বলিত কিতাব পাঠিয়েছেন এবং এ কিতাবের জ্ঞান অর্জন করাকে সকলের জন্যে সব ফরজের বড় ফরজ বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

গ. দাওয়াতী কাজ তথা অন্যকে ইসলাম জানানো, সকলের জন্যে ফরজ করে দিয়েছেন।

জন্মগতভাবে পাওয়া সুবিধা-অসুবিধা হিসেবে এনেই আল্লাহ্ বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন

বিবেক-বুদ্ধি

বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সহজেই বোঝা যায় যে, জন্মগতভাবে তথা বিনা প্রচেষ্টায় কোন সুবিধা পাওয়ায় যে ব্যক্তি একটি কাজ সহজে করতে পারছে আর জন্মগতভাবে ঐ সুবিধা না পাওয়ার জন্যে যে ব্যক্তির কাজটি করা কঠিন, তাদের উভয়কে কাজটি করতে পারা বা না পারার কারণে একই মানদণ্ডে মেপে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া ন্যায় বিচার নয়।

তাই বিবেক-বুদ্ধির রায় হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে পরীক্ষা নিয়ে মানুষকে দেয় পুরস্কার বা শাস্তি ইনসাফ ভিত্তিক হতে হলে জন্মগতভাবে পাওয়া সুবিধা-অসুবিধাকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ ইসলামকে জানা, গ্রহণ ও মানার ব্যাপারে জন্মগতভাবে যে ব্যক্তি সুবিধা বেশী পেয়েছে বিচারের সময় তাকে যে ছাড় দেয়া হবে, জন্মগতভাবে ঐ সুবিধাগুলো যে ব্যক্তি কম পেয়েছে বিচারের সময় ঐ ছাড় তাকে আরো বেশী দিতে হবে। ইসলামকে জানা, গ্রহণ করা ও মানার ব্যাপারে মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি যে সুযোগ-সুবিধা পায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি ঐ সুযোগ-সুবিধাগুলো সে তুলনায় অনেক কম পায়। কারণ-

১. শিক্ষা ও পরিবেশ বিপরীত হওয়ার কারণে তার ইসলাম জানার সুযোগ অনেক কম,

২ ইসলাম গ্রহণ ও পালন করতে হলে তাকে-
ক. আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে,
খ. সহায়-সম্পদ হারানো লাগতে পারে,
গ. অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করার সম্ভাবনা প্রায় ১০০%।

তাই বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণ ও পালন করার ব্যাপারে, মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে যে পরিমাণ ছাড় পাবে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির তার চেয়ে অনেক বেশী ছাড় পাওয়ার কথা।

আল-কুরআন

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

অর্থঃ তিনি তোমাদের পৃথিবীতে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে অন্যজনের তুলনায় কোন কোন দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। যেন যাকে যা দেয়া হয়েছে তা বিবেচনায় এনে যাচাই করতে (পরীক্ষা নিতে) পারেন।

(আল আন'আম:১৬৫)

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি মানুষের কাউকে কাউকে অন্যদের তুলনায় জন্মগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব তথা বেশী সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তারপর আল্লাহ্ বলেছেন ঐ সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনায় এনেই তিনি যাচাই করবেন তথা যাচাই করে পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

মু'মিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে ব্যক্তি, ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানার ব্যাপারে, অমুসলিমের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির তুলনায় সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী পায়। এ বিষয়টি বিবেচনায় এনেই আল্লাহ্ বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দিবেন বলে এখানে জানিয়ে দিয়েছেন। অন্য কথায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির তুলনায় গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে এবং শেষ বিচারের দিন অনেক বেশী ছাড় পাবে বলে এখানে জানানো হয়েছে।

আমলে সালেহ ছাড়ার (করণীয় কাজ না করা এবং নিষিদ্ধ কাজ করা হতে দূরে থাকা) পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইসলামের নীতিমালা

ইসলামে আমলে সালেহ (আমল) ছাড়ার পর গুনাহ হওয়া না হওয়া এবং হলে সে গুনাহের ধরন নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ধরনের উপর। বিষয় তিনটি হল-

১. ওজর (Excuse) তথা বাধ্য-বাধকতা,

২. অনুশোচনা (Repentance),
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা।

আর এই তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ধরনের ভিত্তিতে গুনাহের ধরন নির্ধারিত হয় নিম্নোক্তভাবে-

১. ছেড়ে দেয়া আমলটির গুরুত্বের সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনার ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে কোন গুনাহ হয় না, অর্থাৎ-
   ক. বড় আমল বড় গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে গুনাহ হয় না,
   খ. ছোট আমল অল্প বা কিছু না কিছু ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার
   পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে গুনাহ হয় না।
২. বড় আমল প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে ছগীরা (ছোট) গুনাহ হয়,
৩. বড় আমল মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে মধ্যম গুনাহ (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ হয়,
৪. বড় আমল প্রায় না থাকার মত গুরুত্ব বা পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ছাড়লে কবীরা (বড়) গুনাহ হয়।
৫. বড় বা ছোট যেকোন আমল কোন্ ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত অর্থাৎ উচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে ছাড়লে কুফরীর গুনাহ হয়।

[বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র) নামক বইটিতে।]

তাহলে দেখা যায় যে, আমল ছাড়ার পর গুনাহ না হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ কিছু ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। পূর্বে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে তাই সহজেই বলা যায় যে, ঐ ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা, মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তির তুলনায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি অনেক বেশী পাবে। অর্থাৎ -

১. যে গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছাড়লে মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির গুনাহ হয় না তার চেয়ে কম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার

পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছাড়লে অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির গুনাহ হবে না।

২. যে গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে তার চেয়ে কম পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৩. যে গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে ঐ গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির মধ্যম (না কবীরা না ছগীরা) গুনাহ হবে।

৪. যে গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির মধ্যম গুনাহ হবে ঐ গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির ছগীরা গুনাহ হবে।

৫. যে গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে মুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির ছগীরা গুনাহ হবে ঐ গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে অমুসলিম ঘরে জন্মলাভ করা ব্যক্তির গুনাহ হবে না।

গুনাহের উপস্থিতিতে মু'মিনের বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার নীতিমালা

গুনাহের উপস্থিতিতে একজন মু'মিনের বেহেশত বা দোযখ পাওয়ার ইসলামিক নীতিমালা হল-

১. একটিও কবীরা (বড়) গুনাহসহ মৃত্যুবরণ করা মু'মিন চিরকাল দোযখে থাকবে। এ ধরনের মু'মিনের বেহেশত পাওয়ার একমাত্র উপায় হল মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তওবার মাধ্যমে ঐ কবীরা গুনাহ মাফ করিয়ে নেয়া।

২. মধ্যম ও ছগীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন শাফায়াতের মাধ্যমে প্রথম থেকেই বেহেশত পেয়ে যাবে।

এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি "পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?" নামক বইটিতে।

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ব্যক্তি আছে কিনা

বিবেক-বুদ্ধি

❖ মুসলিম সমাজে গোপন কাফির (মুনাফিক) ব্যক্তি থাকতে পারলে অমুসলিম সমাজে গোপন মু'মিন ব্যক্তি থাকা অবশ্যই সম্ভব।

❖ মুসলিম সমাজে থাকা মুনাফিক ব্যক্তি হল তারা, যারা-
- অন্তরে ঈমান আনে নাই,
- অনিচ্ছাসহকারে প্রকাশ্যে ইসলামের কিছু আমল করে,
- গোপনে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত ইসলামের অনেক আমল অমান্য করে।

❖ অমুসলিম সমাজে থাকা মু'মিন ব্যক্তি হবে তারা, যারা-
- অন্তরে ঈমান এনেছে,
- ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ ইসলামের কিছু আমল প্রকাশ্যে করতে পারে না,
- গোপনে ইসলামের অনেক আমল পালন করে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ط مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

অর্থ: আহলি-কিতাবগণ যদি ঈমান আনত তবে তা তাদের জন্যে কল্যাণকর হত। তাদের মধ্যে কিছু আছে মু'মিন। তবে অধিকাংশই ফাসিক। (আলে ইমরান: ১১০)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত হতে জানা যায় যে, আহলি-কিতাবদের মধ্যে তথা অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে কিছু মু'মিন ব্যক্তি আছে।

তথ্য-২

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ط وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অর্থ: তিনিইতো মক্কার উপকণ্ঠে তাদের হাত তোমাদের উপর থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের উপর থেকে বিরত রেখেছিলেন। পরে তাদের উপর তোমাদের বিজয় দিয়েছিলেন। আর তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ্ তা দেখছিলেন। এরাতো সেই লোক যারা কুফরী করে ও তোমাদের মসজিদে হারাম পর্যন্ত পৌঁছাতে দেয় নাই এবং কুরবানীর জন্তুগুলিকেও কুরবানীর স্থানে পৌঁছাতে বাধা দিয়েছে। (মক্কায়) যদি এমন মু'মিন পুরুষ ও স্ত্রীলোক না থাকত যাদের তোমরা জানতে না এবং অজ্ঞতাবশত তাদের হত্যা করে ফেলার কারণে তোমাদের গুনাহগার হওয়ার আশংকা না থাকত (তা হলে যুদ্ধ বিরত রাখা হত না)। (তা বিরত রাখা হয়েছে এ জন্যে) যেন আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার রহমতে শামিল করে নিতে পারেন। সেই মু'মিনরা যদি পৃথক হত তবে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফির ছিল তাদের আমি কঠিন শাস্তি দিতাম। (ফাতহ:২৪-২৫)

ব্যাখ্যাঃ ষষ্ঠ হিজরীর জিল্-ক্বাদ মাসে রাসূল (সা.) মক্কায় কাফিরদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করে যখন মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন সূরা ফাতহ নযিল হয়।

রাসূল (সা.) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে কুরবানীর পশুসহ হুদায়বিয়া পর্যন্ত পৌঁছান। কিন্তু মক্কার কাফিররা মক্কায় ঢুকতে বাধার সৃষ্টি করে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হয়। এই সন্ধিই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হয়ে সন্ধি হওয়ার পেছনে একটি কল্যাণকর কারণ ছিল ইসলাম প্রচারের সুবিধা হওয়া। যার ফলে বেশী বেশী মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায় এবং চূড়ান্ত ফলস্বরূপ মক্কা বিজয় সহজ হয়। হুদায়বিয়ায় সন্ধির এ দিকটি বহুল প্রচারিত। কিন্তু হুদায়বিয়ায় যুদ্ধ না হতে দেয়ার পেছনে অন্য যে কারণটি ছিল বলে মহান আল্লাহ্ এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তা সাধারণভাবে তেমন প্রচার পায়নি।

মহান আল্লাহ্ এখানে বলেছেন, তখন মক্কার কিছু মু'মিন পুরুষ ও নারী ছিল যাদের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ জানত না। কারণ তারা প্রকাশ্যে ঈমান আনার ঘোষণা দেয় নাই এবং প্রকাশ্যে এমন আমল করতো না যা দেখে বোঝা যেত তারা ঈমান এনেছে। যুদ্ধ হলে মুসলমানরা অজ্ঞতা বশত ঐ মু'মিনদের হত্যা বা আহত করে বসত এবং এর ফলে বড় গুনাহগার হত। এই গুনাহ থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্যেই হুদায়বিয়ার যুদ্ধ হতে দেননি বলে এ আয়াতে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন।

মক্কায় ঐ সময় বেশীরভাগ বা প্রায় সব মানুষ ছিল মুশরিক। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মুশরিক তথা অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা নারী-পুরুষ থাকতে পারে বা আছে।

❑❑ কুরআন ও বিবেক-বুদ্ধির এসকল তথ্যের আলোকে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ব্যক্তি আছে। সাধারণ মানুষ তাদের ঈমান আনা সম্বন্ধে জানতে পারে না কারণ ওজরের কারণে তথা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে,

তারা ঈমান আনার ঘোষণা দেয় না এবং ঈমান এনেছে বলে বোঝা যায় এমন আমল প্রকাশ্যে করে না।

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা

বিবেক-বুদ্ধি

তথ্য-১

কুরআন যাদের মু'মিন বলে ঘোষণা করেছে তারা অবশ্যই বেহেশতী হবে। তাই পূর্বে উল্লিখিত সূরা আলে-ইমরানের ১১০ নং আয়াত এবং এবং ফাতহের ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ যাদের মু'মিন বলেছেন তারা অবশ্যই বেহেশতী হবেন। অর্থাৎ ঐ আয়াত দুখানির আলোকে বলা যায় যে, অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজনা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে বা থাকা সম্ভব।

তথ্য-২

পূর্বে আলোচনাকৃত কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির তথ্যের আলোকে আমরা জেনেছি যে, যে ধরনের গুনাহ করে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মু'মিন ব্যক্তি বেহেশত পাবে তার চেয়ে বড় ধরনের গুনাহ করে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করে ঈমান আনা ব্যক্তি বেহেশত পাবে।

তাই অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মু'মিনের বেহেশত পাওয়ার সম্ভাবনা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা মু'মিনের চেয়ে বেশী ছাড়া কম হবে না।

আল-কুরআন

তথ্য-১

لَيْسُوا سَوَاءً ط مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ط وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ ط وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ.

অর্থ: সমস্ত আহলি-কিতাব (ইহুদী ও খ্রিষ্টান) এক ধরনের লোক নয়। তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা সঠিক পথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, রাত্রে আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে এবং সেজদায় অবনত হয়। আল্লাহ্ ও

পরকালের প্রতি তাদের ঈমান আছে, ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে এবং মানব কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে। এরা নেককার লোকের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ভাল কাজ তারা করবে তার কোনটির পুরস্কার অগ্রাহ্য করা হবে না। আল্লাহ্ মুত্তাকী লোকদের ভাল করেই চেনেন। (আলে-ইমরান: ১১৩-১১৫)

ব্যাখ্যা: ১১৩ ও ১১৪ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়েছেন আহলি-কিতাব তথা ইহুদী ও খ্রিষ্টান সমাজ বা পরিবারে বসবাসকারী কিছু ব্যক্তি আছে যারা মু'মিন, নেককার ও মুত্তাকী। ঐ ব্যক্তিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন-

১. আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি তাদের ঈমান আছে,
২. ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে,
৩. ন্যায়ের উপর দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকে,
৪. রাত্রে কুরআন তেলাওয়াত এবং সেজদা করে তথা নামাজ পড়ে। কুরআন তেলাওয়াত ও নামাজ পড়া হল এমন আমল যা কাউকে করতে দেখলে বোঝা যায় যে সে মুসলিম। রাত্রে করা অর্থ গোপনে করা। তাই এ কথাটির মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন ঐ ব্যক্তিরা ওজরের কারণে ইসলামের কিছু আমল গোপনে করে। অর্থাৎ ইসলামের যে সকল আমল প্রকাশ্যে করলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে বলে ধরা পড়ে যাবে, সে সকল আমল গোপনে বা এমনভাবে করে যাতে মুসলিম হিসেবে ধরা না পড়ে।
৫. মানব কল্যাণকর কাজে ব্যস্ত থাকে।

শেষের আয়াতে মহান আল্লাহ্ পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের সকল কাজের পুরস্কার দেয়া হবে। অর্থাৎ তারা বেহেশত পাবে। তাই এ আয়াতসমূহ থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায় অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে।

তথ্য-২

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلهِ ط لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: আহলি-কিতাবদের (ইহুদী খ্রিষ্টান) মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে (কুরআনকে) বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহর আয়াত অল্পমূল্যে বিক্রয় করে না তাদের প্রতিফল (বেহেশত) তাদের রবের নিকট উপস্থিত আছে। আল্লাহ্ দ্রুততার সাথে ন্যায্য বিচার সম্পাদনকারী।

(আলে-ইমরান:১৯৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার সঠিক ব্যাখ্যা বুঝতে হলে ' আল্লাহর আয়াত অল্পমূল্যে বিক্রয় না করা' কথাটির সঠিক অর্থ আগে বুঝতে হবে। শাব্দিক অর্থ ধরে এ আয়াতটির অর্থ, অল্প টাকা বা লাভের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াত বিক্রি করা যাবে না ধরা সঠিক হবে না। কারণ তা হলে বেশী টাকা বা লাভের বিনিময়ে আল্লাহর আয়াত বিক্রি করা সিদ্ধ হবে। এটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহর আয়াতের অর্থ আয়াতের মাধ্যমে জানানো আদেশ-নিষেধ বা উপদেশ। তাই কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ জানিয়ে দিয়েছেন যে ছোট-খাটো ওজরের কারণে তারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বা উপদেশ অমান্য করে না। অর্থাৎ তারা যথাযথ বড় গুরুত্বের ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ছেড়ে দেয়, কেননা যথাযথ বড় গুরুত্বের ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ অমান্য করলে বা ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না।

তাই আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন যে, নিম্নের গুণাগুণ থাকা আহলে কিতাব তথা ইহুদী-খ্রিষ্টানরা পরকালে বেহেশত পাবে–

১. আল্লাহকে বিশ্বাস করা,
২. কুরআনকে বিশ্বাস করা,
৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে বিশ্বাস করা,

৪. আল্লাহকে ভয় করে চলা। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের শেষ সংস্করণ আল-কুরআন, যার সত্যতার কথা অন্য সকল কিতাবে উল্লেখ আছে, মেনে চলা।

৫. ছোট-খাটো ওজরের কারণে তথা যথাযথ গুরুত্বের ওজর ব্যতীত আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তথা আল-কুরআনে উল্লিখিত আদেশ-নিষেধ না ছাড়া।

তথ্য-৩.ক

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং সাবেঈন যারাই আল্লাহ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের নিকট। তাদের কোনরকম ভয় নেই এবং তাদের অপমানিত হওয়ার কারণ নেই। (বাকারা : ৬২)

তথ্য-৩.খ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই মুসলিম, ইহুদী, সাবেঈন (উগ্নি উপাসক) এবং খ্রিষ্টান যারাই আল্লাহ্ ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং নেক কাজ করে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের নিকট। তাদের কোন ভয় নেই এবং নেই দুঃখ-কষ্টের চিন্তা।
(মায়েদা : ৬৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

আয়াত দুখানির শব্দগুলো একই। শুধু প্রথমটিতে খৃষ্টান আগে এবং সাবেঈন পরে। আর দ্বিতীয়টিতে সাবেঈন আগে এবং খ্রিষ্টান পরে উলেখ করা হয়েছে। সাবেঈন হচ্ছে অগ্নিউপাসক (মুশরিক) সম্প্রদায়।

আয়াত দুখানির নাযিলের উদ্দেশ্য হল ইহুদীদের একটি ভুল ধারণাকে খণ্ডন করা। ইহুদীরা মনে করত তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক আছে। তাই আকিদা, বিশ্বাস ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের সম্প্রদায়ের লোক পরকালে বেহেশত পাবে। আর অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বেহেশত পাবে না।

মুসলিম হচ্ছে তারা যারা আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে এবং নেক আমল করে। মুসলিম শব্দের এ ব্যাখ্যা ধরে আয়াত দুখানির বক্তব্য দাঁড়ায় আল্লাহ্‌ ও কিয়ামতে বিশ্বাস এবং নেক আমলকারী ব্যক্তি ইহুদী, খ্রিষ্টান বা সাবেঈন (মুশরিক) যারা আল্লাহ্‌ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নেক আমল করে তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট পুরস্কার তথা বেহেশত রয়েছে। এ বক্তব্যটি অর্থবোধক হয় না। কারণ আল্লাহ ও কিয়ামতে বিশ্বাস ও নেক আমলকারী বলার পর আবার বলা হচ্ছে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং নেক আমল করে।

তাই ২নং তথ্যের আয়াতখানির সাথে সংগতি রেখে সহজেই বলা যায়। ইহুদীদের পূর্বোল্লিখিত ধারণার উত্তরে এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন যে, মুসলিম, ইহুদী, খ্রিষ্টান, সাবেঈন (মুশরিক) যেকোন সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারের লোক হোক না কেন যারা কুরআন, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং কুরআন ও সুন্নাহে উল্লিখিত নেক আমল করে তারা পরকালে বেহেশত পাবে।

❑❑ আল-কুরআনের এ সকল তথ্যের আলোকে পরিষ্কার বোঝা যায় অমুসলিম সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারের সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي.

অর্থ: যাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী (সা.) বললেন, আজ আবিসিনিয়ার এক নেকব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা আসো তার জানাযা পড়। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়ালাম। অতঃপর নবী (সা.) তার জানাযা পড়লেন এবং আমরা কাতারে ছিলাম। আবু জুবাইর যাবির থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, আমি দ্বিতীয় কাতারে ছিলাম। (বুখারী)

তথ্য-২

فَقَدْ رَوَى ابْنُ اَبِىْ حَاتِمٍ فِىْ التَّفْسِيْرِ مِنْ طَرِيْقِ ثَابِتٍ وَالدَّارَ قُطْنِىُّ الْاَفْرَادِ وَالْبَزَّارُ مِنْ طَرِيْقِ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَلَّى عَلَى النَّجَّاشِى قَالَ بَعْضُ اَصْحَابِهِ: صَلَّى عَلَى عِلْجٍ مِنَ الْحَبَشَةِ فَنَزَلَ : وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خَاشِعِيْنَ لِلّٰهِ ط لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ط اُولٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط اِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ.

অর্থ: ইবনে আবু হাতেম ছাবিত এর সূত্রে, দারু কুতনি আফরাদে এবং বাযযার হুমাইদ সূত্রে, উভয়েই আনাস হতে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) যখন নাজ্জাশীর জানাজা পড়লেন তখন সাহাবীগণের কেউ কেউ বললেন, তিনি (রাসূল সা.) একজন কাফিরের জানাজা পড়েছেন। তখন এ আয়াত (আলে-ইমরান: ১৯৯) নাযিল হয়-"আহলি-কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তোমাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে (কুরআনকে) বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে বিশ্বাস করে, আল্লাহকে ভয় করে চলে, ছোট-খাট ওজরের কারণে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না। তাদের পাওনা প্রতিফল তাদের রবের নিকট উপস্থিত আছে আল্লাহ দ্রুততার সাথে ন্যায় বিচার সম্পাদনকারী। (দারু কুতনী, বাযযার)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা

রাসূল (সা.) নিজে সাহাবীদের ডেকে যে ব্যক্তির জানাজা পড়েছেন তিনি অবশ্যই মু'মিন, মুসলিম ও বেহেশতী হবেন। নাজ্জাশী আবিসিনিয়ার বাদশাহ্, ছিলেন এবং তিনি খ্রিষ্টান সমাজ ও পরিবারে বসবাস করতেন। সাধারণ মানুষেরা জানতো না যে তিনি ঈমান এনে মুসলিম হয়েছেন। এ

কারণে রাসূল (সা.) কে তার জানাজা পড়াতে দেখে কোন কোন সাহাবী বলেছিলেন, রাসূল (সা.) আজ একজন কাফিরের জানাজা পড়ালেন।

❑❑ এ দু'খানি হাদীস থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় অমুসলিম সমাজে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে।

আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে সহজেই বলা যায় যে, যেকোন অমুসলিম সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বসবাস করা ব্যক্তি মু'মিন বলে গণ্য হবে এবং পরকালে বেহেশত পাবে যদি সে-

১. আল্লাহকে বিশ্বাস করে,
২. পরকালে বিশ্বাস করে,
৩. আল্লাহর নাযিলকৃত সকল কিতাবকে বিশ্বাস করে,
৪. সর্বশেষ নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করে,
৫. ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করে,
৬. মানবকল্যাণমূলক কাজ করে এবং
৭. কুফরী বা কবীরা ধরনের গুনাহগার হওয়ার মত ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ কোন আমল ছাড়ে না। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশীমনে কোন আমল ছাড়ে না এবং বড় বা মধ্যম ধরনের ওজর, অনুশাচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত কোন বড় আমল ছাড়ে না।

কোন্ বয়সে ঈমান এনে এবং আমলে সালেহ করা আরম্ভ করলে অমুসলিমরা বেহেশতে যেতে পারবে

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন, যারা অজ্ঞতা বা ভুলের কারণে গুনাহের কাজ করে বসে। অতঃপর অনতিবিলম্বে তওবা করে

নেয়। এরাই হল সে সব লোক, যাদের আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সর্ববিষয় অভিজ্ঞ ও অতীব বুদ্ধিমান। আর এমন লোকদের জন্যে কোন ক্ষমা নেই, যারা অন্যায় কাজ করে যেতেই থাকে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয়। তখন তারা বলে, আমি এখন তওবা করছি। অনুরূপভাবে তাদের জন্যেও কোন ক্ষমা নেই যারা মৃত্যু পর্যন্ত কাফির থেকে যায়। এদের জন্যে আমি কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(নিসা:১৭,১৮)

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথম আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা অজ্ঞতা, ধোঁকা বা প্ররোচনায় পড়ে গুনাহ করার পর অনতিবিলম্বে তওবা করে ফিরে আসে তিনি তাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেন। আর দ্বিতীয় আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুই ধরনের মানুষের তওবা তিনি কবুল করবেন না। তারা হচ্ছে-

১. যে সকল মু'মিন গুনাহ করে যেতে থাকে এবং মৃত্যু উপস্থিত হলে তওবা
করে,
২. যারা কাফির হিসেবে মৃত্যুবরণ করে।

অর্থাৎ এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা যায় অমুসলিম ব্যক্তি যদি মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে ঈমান এনে আমলে সালেহ করে মৃত্যুবরণ করে তবে আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে তাকে বেহেশত দান করবেন। আর স্বাভাবিক জ্ঞানে সহজেই বোঝা যায়, যুক্তিসংগত সময় পূর্বে বলতে এতটুকু সময় পূর্বে বুঝাবে যখন একটি গুনাহ করার সুযোগ সামনে আসার পর ব্যক্তি সজ্ঞানে ও সক্ষমতায় তা থেকে দূরে থেকে অথবা সমান, প্রায় সমান বা মধ্যম ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ তা করে প্রমাণ করতে পারে যে সে প্রকৃতভাবে ঈমান এনেছে। সমান গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ আমল ছাড়লে গুনাহ হয় না। আর প্রায় সমান বা মধ্যম গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাসহ বড় আমল ছাড়লে যথাক্রমে ছগীরা বা মধ্যম (না ছগীরা না কবীরা) গুনাহ হবে যা পরকালে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে।

ইসলাম কোনভাবে জানতে পারেনি এমন অমুসলিমের পরকালে যেভাবে বিচার করা হবে।

তথ্য প্রযুক্তির বর্তমান স্তরে এসে একথা বলা যায় যে বর্তমানে ইসলামের কথা একেবারেই জানতে পারেনি এমন মানুষ পৃথিবীতে থাকার কথা নয়। তবে অনুন্নত ও সম্পূর্ণ অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তা থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। আর অতীতে তা থাকা আরো সম্ভব ছিল। তাই যে সকল অমুসলিম যৌক্তিক কারণে ইসলাম সম্বন্ধে জানতে পারেনি তাদের পরকালে কী অবস্থা হবে এ প্রশ্ন মনে আসা অস্বাভাবিক নয়।

সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সহজেই বলা যায় যে, একটি কাজ করা অপরাধ একথা যদি কোন ব্যক্তি কোনভাবেই জানতে না পেরে থাকে তবে সে কাজ করার জন্যে তাকে শাস্তি দেয়া যুক্তিসংগত বা ইনসাফ নয়।

ইনসাফ ও যৌক্তিকতার আধার মহান আল্লাহ একথাটি জানেন। তাই তিনি আল-কুরআনের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআন ও হাদীস না পড়লে বা অন্যের মাধ্যমে না জানতে পারলে ইসলামের যে সকল বিধি-বিধান জানা সম্ভব নয়, সে সকল বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে ঐ ব্যক্তিকে তিনি শাস্তি দিবেন না। তবে মহান আল্লাহ ইসলামের অসংখ্য মৌলিক বিষয় জানার একটি মাধ্যম সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন সেটি হল বিবেক বা বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি (বিবেক-বুদ্ধি)। বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা ও বোঝা যায় এমন কথা তথা সাধারণ নৈতিকতার সকল কথাই ইসলামের কথা। যেমন সত্য বলা ভাল, মিথ্যা বলা খারাপ, পরোপকার করা ভাল, মানুষকে ফাঁকি দেয়া খারাপ, চুরি করা খারাপ, ঘুষ খাওয়া খারাপ, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা খারাপ ইত্যাদি সাধারণ নৈতিকতার সকল কথাই ইসলামের কথা।

তাই যে সকল অমুসলিমের কুরআন ও হাদীস না পড়া বা অন্যের মাধ্যমে জানতে না পারার কারণে ইসলাম সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়নি পরকালে তাদের বিচার হবে সাধারণ নৈতিকতার কাজগুলো করা বা না করার আলোকে। যদি দেখা যায় ঐ ব্যক্তি সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কোন মৌলিক অপরাধ করেনি তবে সে বেহেশত পাবে। অন্যথায় তাকে দোযখে যেতে হবে।

অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকা তথ্য ধারণকারী আয়াতসমূহের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে কিনা

কেউ কেউ বলেন বা বলতে পারেন ঐ সকল আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগে প্রযোজ্য হবে না। তা শুধু রাসূল (সা.) এর সময়কালের জন্যে

প্রযোজ্য হবে। তাই চলুন এ বিষয়টি এখন কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে পর্যালোচনা করা করা যাক।

বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের অনেক আয়াতে রাসূল (সা.) এর সময়ের বা তার পূর্বের আহলি-কিতাব, মুশরিক বা অন্য জাতির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ সকল আয়াত হতে শিক্ষা না থাকলে তা পড়তে ও লিখতে যেয়ে বর্তমানের মুসলমানদের যে বিপুল সময়, কাগজ, কলম ও কালি ব্যয় হচ্ছে তা অপচয় হচ্ছে। আল্লাহ্ নিজেই বলেছেন অপচয়কারী শয়তানের ভাই। তাই ঐ সকল আয়াত হতে অবশ্যই বর্তমানের মানুষদের শিক্ষা আছে।

আল-কুরআন

তথ্য-১

سُنَّةَ اللهِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلاً.

অর্থঃ এটা আল্লাহর মূলনীতি, যা পূর্ব হতে চালু আছে। তুমি আল্লাহর মূলনীতিতে কোন পরিবর্তন দেখবে না।
(ফাত্হ:২৩)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ মহাবিশ্ব তিনি কিছু মূলনীতির মাধ্যমে পরিচালনা করছেন। ঐ মূলনীতিগুলোর কোন পরিবর্তন তিনি করেন না। অর্থাৎ পূর্বেও ঐগুলো যা ছিল এখনও সেগুলো তাই আছে।

আল্লাহর ঐ মূলনীতির একটি হচ্ছে, যে সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারেই জন্মগ্রহণ ও বসবাস হোক না কেন মানুষ যদি আল্লাহ্, পরকাল, পূর্বে ও তার সময়কার নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস করে, ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করে, মানব কল্যাণমূলক কাজ করে এবং সমান, বড় বা মধ্যম গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত সর্বশেষ নাযিল হওয়া আল্লাহর কিতাবের আদেশ-নিষেধ না ছাড়ে তবে সে মু'মিন হিসেবে গণ্য হবে এবং পরকালে জান্নাত পাবে।

তথ্য-২

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ: তোমাদের জাতির সেসব লোকের ঘটনা তোমাদের জানা আছে যারা শনিবারের দিনের বিধান লংঘন করেছিল। আমি তাদের বানর হয়ে লাঞ্ছিত জীবন যাপন করার আদেশ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে ঘটনাকে তখনকার ও পরবর্তীতে আসা মানুষদের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় এবং মুত্তাকীদের জন্যে উপদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি। (বাকারা:৬৫,৬৬)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহর আদেশ অমান্য করার জন্যে ইহুদী জাতিকে দেয়া একটি শাস্তির কথা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ঘটনার থেকে তখনকার এবং পরবর্তীতে আসা সকল মানুষের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।

তথ্য-৩

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الْأَلْبَابِ ط مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: অতীত কালের লোকদের কাহিনী থেকে জ্ঞানীদের জন্যে শিক্ষা আছে। কুরআনে কোন বক্তব্য (তথ্য) বেহুদা উল্লেখ করা হয়নি। বরং তা পূর্বে আসা সকল কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী এবং একটি অন্যটির ব্যাখ্যা এবং ঈমানদার লোকদের জন্যে পথনির্দেশ ও রহমত। (ইউসূফ:১১১)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্টকরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কুরআনে কোন ঘটনা, কাহিনী, উদাহরণ বা বক্তব্য তিনি বিনা প্রয়োজনে উল্লেখ করেননি। তিনি এটিও জানিয়ে দিয়েছেন ঐ সকল বিষয়ে সকল যুগের সকল জ্ঞানীর জন্যে শিক্ষা আছে এবং তা একটি অন্যটির সত্যতার সাক্ষ্য এবং একটি অন্যটির ব্যাখ্যা।

❑❑ আল-কুরআন ও বিবেকের এ সকল তথ্যের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, অমুসলিম সম্প্রদায়, সমাজ বা পরিবারে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকার

তথ্যসম্বলিত যে সকল আয়াত কুরআনে আছে তার শিক্ষা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেও প্রযোজ্য হবে বা থাকবে।

আল-কুরআনের এ তথ্য জানার পর প্রচার না করার পরকালীন পরিণতি

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, অল্পকিছুর বিনিময়ে যারা তা গোপন করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(বাকারা:১৭৪)

ব্যাখ্যাঃ মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, জানার পরে যারা কুরআনের কোন তথ্য ছোট-খাট ওজরের কারণে অন্যকে জানাবে না, পরকালে তার ছোট গুনাহও মাফ করা হবে না এবং তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে তথা দোযখে যেতে হবে।

এ আয়াত এবং এধরনের অনেক আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজেই বলা যায় যে, অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি থাকা তথ্য ধারণকারী কুরআনের আয়াতসমূহের বক্তব্য জানার পর যারা বড় ওজর ছাড়া তা অন্যকে জানাবে না, মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে তাদের দোযখে যেতে হবে এবং চিরকাল তথায় থাকতে হবে।

আল-কুরআনের এ তথ্য প্রচার করায় দুনিয়ার কল্যাণ

আল-কুরআনের সকল আদেশ-নিষেধ,বক্তব্য ও তথ্য মানুষের দুনিয়ায় কল্যাণ ও আখিরাতের মুক্তির জন্যে। বর্তমান তথ্যসমূহও এ গুণের অধিকারী। এগুলো প্রচার করলে দুনিয়ায় নিম্নোক্ত কল্যাণ হবে-

- ❑ অনেক অমুসলিম মনে মনে ঈমান এনে বিভিন্ন অজুহাতে, নানাভাবে মুসলমানদের সহায়তা করবে,
- ❑ ঐ সকল অমুসলিমের অধিকাংশের নৈতিক মান ও দুনিয়াবী যোগ্যতা বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিমের চেয়ে অনেক বেশী,
- ❑ ফলে ইসলাম বিজয়ী হওয়া সহজ হবে,

❑ ফলস্বরূপ মানব সভ্যতার অপরিসীম কল্যাণ হবে।

শেষকথা

পুস্তিকাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লে অতি সাধারণ জ্ঞান ও বিবেকের মানুষের পক্ষেও এটি বোঝা মোটেই কঠিন হওয়ার কথা নয় যে, অমুসলিম, সম্প্রদায়, সমাজ, পরিবারে সাধারণ মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে। আর এ তথ্য প্রচার পেলে মানব সভ্যতার অপরিসীম কল্যাণ হবে তাও বোঝা সহজ। ভাবতে আমার অবাক লাগে এমন সহজ বোধগম্য, বাস্তব ও কল্যাণময় তথ্যগুলো আমরা কিভাবে হারিয়ে ফেল্‌লাম বা কেন মুসলিম সমাজে প্রচার পেল না।

অমুসলিমগণ নিজ ইচ্ছায় অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করেননি। তাদের জন্যে ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও মানা যে কতবড় কঠিন কাজ তা সাধারণ জ্ঞানের একজন মানুষেরও বোঝা অত্যন্ত সহজ। তাই আমরা যারা মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার অপরিসীম সৌভাগ্য অর্জন করেছি তাদের জন্যে অমুসলিমদের নিকট কথা, বক্তব্য, লেখনী ও কাজের মাধ্যমে ইসলামকে পৌছান একটি অত্যন্ত বড় দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে জেনে-বুঝে এ দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন!

আপনাদের দোয়া চেয়ে এবং ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে জানানোর অনুরোধ রেখে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহ

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসূল আ. প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস নির্ণয়ের সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি?
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির - (প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র)
২৬. কুরআনের তাফসীর করা এবং তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের মূলনীতি
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ' কথাটি কি সঠিক?

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১
  শাখা অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার,
  ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩৭
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন:০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন: ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে